রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৯, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ কার্তিক ১৪১৩/১৬ অক্টোবর ২০০৬

এস, আর, ও নং ২৬২-আইন/২০০৬।—Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976), এর section 109 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976);

(খ) "অতিরিক্ত কমিশনার" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার;

(গ) "অধঃস্তন কর্মকর্তা" অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট, সাব-ইন্সপেক্টর, এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল, নায়েক ও কনস্টেবল;

(ঘ) "উপ-কমিশনার" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার এবং ক্ষেত্রমত, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

(ঙ) "কমিশনার" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(১) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার;

(চ) "থানা" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) এর section 4(1)(s) এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত এবং নির্ধারিত এলাকা যা প্রধানতঃ পুলিশের তদন্ত ইউনিট;

(ছ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898);

(জ) "সহকারী কমিশনার" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৭(২) এর অধীন নিযুক্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং, ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **কমিশনারের ক্ষমতা।**—(১) অধ্যাদেশ এর ধারা ৫ এর অধীন গঠিত পুলিশ ফোর্সকে নির্দেশনা প্রদান ও তদারকির উদ্দেশ্যে সরকার উক্ত অধ্যাদেশ এর ধারা ৭ এর বিধান মোতাবেক একজন পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করিবে, যিনি উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) বাংলাদেশ পুলিশের অন্যূন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদমর্যাদার একজন পুলিশ কর্মকর্তা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হইবেন।

(৩) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য একটি দক্ষ ও চৌকস পুলিশ প্রশাসন তৈরীর লক্ষ্যে কমিশনার অধ্যাদেশ এর অধ্যায় ৫, অধ্যায় ৬ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধানের অধীন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(৪) কমিশনারের দায়িত্বাবলীর মধ্যে অন্যতম দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অপরাধী সনাক্তকরণ ও উহা প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নকারী যে কোন উদ্যোগ প্রতিহতকরণসহ শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখার স্বার্থে দ্রুত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ;

(গ) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ট্রাফিকদের নিয়ন্ত্রণ; এবং

(ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) এ উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারীকরণ।

(৫) মেট্রোপলিটন এলাকার প্রধান আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা হিসেবে কমিশনার, জনস্বার্থে, তাহার উপর সকল ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করিবেন।

(৬) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বাহিনী কমিশনারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

(৭) কমিশনার, সময় সময়, ইন্সপেক্টর জেনারেলের সাধারণ নির্দেশনা সাপেক্ষে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য যেইরূপ যথাযথ মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ এবং নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) আবাসস্থল, শ্রেণীবিভাগ, র‍্যাংক, সদস্যদের কর্মবন্টন, অস্ত্র-শস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিদর্শন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সকল আদেশ ও নির্দেশনা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বাহিনীর কর্মে অনীহা নিরসন, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং উক্ত বাহিনীকে সুদক্ষ করে গড়ে তোলা ও সকল আইনানুগ দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য উক্ত বাহিনীকে কমিশনার প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৯) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কোন অধঃস্তন কর্মকর্তাকে অযোগ্য মনে করিলে বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিয়াছেন বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অযোগ্য বা কোন আচরণগত কারণে অভিযুক্ত হইলে কমিশনার তাহাকে যে কোন সময় চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা লঘুদণ্ড বা গুরুদণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

৪। **অতিরিক্ত কমিশনারের সাধারণ ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**—(১) সরকার অধ্যাদেশ এর ধারা ৭(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এক বা একাধিক অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বাংলাদেশ পুলিশের একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং একজন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের অধস্তন হইবেন ও মেট্রোপলিটন পুলিশ বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড (second in command) হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

(৩) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার কমিশনারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও তাহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে সহায়তা করিবেন এবং সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কমিশনার তাহাকে যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিবেন তিনি সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫। **উপ-পুলিশ কমিশনারের সাধারণ ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**—(১) অধ্যাদেশ এর ধারা ৭(২) এর অধীন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিশনার নিয়োগ করা হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অধ্যাদেশের কোন বিধান এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত কোন সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনার ব্যত্যয় না ঘটাইয়া প্রত্যেক উপ-কমিশনার, কমিশনার কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা, প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যতীত, প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) উপ-কমিশনারগণ তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন বাহিনীকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব পালন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালনের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ তত্বাবধানমূলক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) অপরাধ বিভাগের উপ-কমিশনার তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করিবেন এবং সংগঠিত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তার সহিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) ট্রাফিক বিভাগের উপ-কমিশনার মেট্রোপলিটন এলাকার সুষ্ঠু যানবাহন চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৬) প্রত্যেক উপ-কমিশনার অধীনস্ত সকলকে তাহাদের ভাল কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন, বক্তব্য শ্রবণ, সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং সততা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুপারিশ করিবেন।

(৭) প্রত্যেক উপ-কমিশনার তাহার অধীনস্ত কর্মকর্তাগণের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন, তিনি তাহাদের নিকট সহজলভ্য হইবেন এবং সকলকে তাহাদের সমস্যা ব্যক্তিগতভাবে তাহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য তিনি উৎসাহিত করিবেন এবং যতদূর সম্ভব, নিয়মিত অফিস করিবেন এবং উক্ত অফিসে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৮) উপ-কমিশনার দপ্তরে বসিয়া শৃংখলা ও কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি তদারকি করিবেন ও যতদূর সম্ভব তৎসংক্রান্ত বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করিবেন এবং অধস্তনদের বিরুদ্ধে আনীত লঘু অপরাধের তদন্তের সময় লিখিত ব্যাখ্যা চাইবেন এবং সংক্ষেপে ও সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৬। **উপ-কমিশনার ও অন্যান্যদের পর্যবেক্ষণমূলক ক্ষমতা**।—(১) অপরাধ বিভাগ এবং গোয়েন্দা শাখার উপ-কমিশনারগণ সকল গুরুত্বপূর্ণ মামলা (SR Cases), রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ মামলা এবং কমিশনার কর্তৃক নির্দেশিত অন্য যে কোন মামলার তদন্ত (investigation) পর্যবেক্ষণ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তাহারা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকিলে মামলাসমূহ তদন্ত পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব অতিরিক্ত উপ-কমিশনারের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, কোন অধস্তন কর্মকর্তা কর্তৃকতদন্তাধীন মামলার ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তার আচরণ অসন্তোজনক প্রতীয়মান হইলে, উপ-কমিশনার ঐ সকল মামলা পর্যবেক্ষণ করিবেন।

(৩) একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার তাহার আওতাধীন এলাকার সকল গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদারকি করিবেন, এই ধরনের সকল মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিবেন, সাক্ষ্য প্রমাণাদি পরীক্ষা করিবেন, তদন্তকারী কর্মকর্তাদেরকে ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করিবেন এবং তাহার নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হইতেছে কি-না তাহা পর্যবেক্ষণ করিবেন।

৭। **মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে উপ-কমিশনার, অতিরিক্ত উপ-কমিশনার এবং সহকারী কমিশনারদের দায়িত্ব**।—(১) উর্ধ্বতন পুলিশ প্রসিকিউটর প্রাথমিকভাবে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) মামলা পরিচলনার ক্ষেত্রে অপরাধ বিভাগ ও গোয়েন্দা শাখার উপ-কমিশনার, অতিরিক্ত উপ-কমিশনার ও সহকারী পুলিশ কমিশনারগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করিবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলা সম্পর্কে, বিশেষভাবে মেট্রোপলিটন দায়রা আদালতে বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে, তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করিবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলা সম্পর্কে পাবলিক প্রসিকিউটরের মতামত গ্রহণ করিবেন।

৮। **গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ**।—এই বিধির অধীন নিম্নোক্ত যে কোন ধরনের অপরাধের অভিযোগ গুরুত্বপূর্ণ মামলার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা ঃ—

(১) স্পেশাল রিপোর্ট কেস;

(২) শান্তিভঙ্গের আশংকা থাকিলে অথবা অন্য কোন অপরাধ যেমন-দাঙ্গা, যাহা মূলতঃ গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও যাহাতে প্রতিশোধের আশংকা নিহিত থাকিতে পারে;

(৩) গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ জড়িত থাকিলে;

(৪) আগ্নেয়াস্ত্র অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর হত্যা;

(৫) কৌশলগত কারণে অস্বাভাবিক বা গুরুতর ধরনের কোন ঘটনা;

(৬) পুলিশ কর্মকর্তা জড়িত থাকিলে; এবং

(৭) উর্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অভিহিত এইরূপ যে কোন মামলা।

৯। **সহকারী পুলিশ কমিশনারগণের দায়িত্ব**।—(১) একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার উপ-পুলিশ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিয়া বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার সহিত তদারকি, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাহী ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) সহকারী পুলিশ কমিশনার অধীনস্ত পুলিশ বাহিনীতে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং সম্ভাব্য সর্বোত্তম শ্রেণীর দক্ষতা বজায় রাখিবেন এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের স্বার্থে তাহাদের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং তাহারা যাহাতে তাহার নিকট সহজেই আসিতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) সহকারী পুলিশ কমিশনার, কমিশনারের লিখিত অনুমোদনক্রমে , উপ-পুলিশ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং প্রচলিত আইন বা বিধি বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হইলে, উপ-কমিশনার কর্তৃক রেকর্ডকৃত যে কোন লিখিত নির্দেশ সাপেক্ষে, অধ্যাদেশ এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত বা অনুমোদিত যে কোন বিধির অধীন, একজন উপ-কমিশনারের যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(৪) সহকারী পুলিশ কমিশনারগণ তাদের রুটিন কাজের বাহিরে উপ-পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী উপ-কমিশনারেব কোন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সহায়তা করিবেন।

(৫) উপ-কমিশনার, কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে সহকারী পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব ও কর্ম বিভাগীয় বা দাপ্তরিক আদেশের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

১০। **পরিদর্শনের সময়সীমা**।—(১) কমিশনার ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার প্রতি ছয় মাসে এক বার উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিস পরিদর্শন করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের শুরুতে এইরূপ পরিদর্শন কর্মসূচী প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনার তাদের পরিদর্শন-সূচী এমনভাবে প্রস্তুত করিবেন যেন উভয়ের পরিদর্শনের মধ্যে পর্যাপ্ত বিরতি থাকে এবং তাহারা প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন থানা, অন্যান্য অফিস ও ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(৪) অতিরিক্ত কমিশনার কমিশনারের অফিসের হিসাব শাখা ছয় মাস পর পর দুইবার পরিদর্শন করিবেন।

(৫) উপ-কমিশনার (সদর দপ্তর) সদর দপ্তর বিভাগের অধীনস্থ সকল শাখাসমূহ প্রতি ছয় মাসে একবার পরিদর্শন করিবেন এবং অতিরিক্ত উপ-কমিশনার প্রতি তিন মাসে একবার পরিদর্শন করিবেন।

(৬) সকল পরিদর্শন সামগ্রিক বিষয়ে ও বিশদভাবে হইবে এবং পরিদর্শনের সময় হিসাব শাখা এবং এমটি শাখার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

(৭) অপরাধ বিভাগের উপ-কমিশনার তাহার এখতিয়ারাধীন অফিসসমূহ বৎসরে একবার পরিদর্শন করিবেন।

(৮) উপ-কমিশনার ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের শুরুতে প্রস্তুতকৃত পরিদর্শন কর্মসূচী অনুযায়ী পুলিশ স্টেশনসমূহ এবং পুলিশের বিভাগীয় কার্যক্রমসমূহ পরিদর্শন করিবেন।

(৯) গোয়েন্দা শাখার যুগ্ম-কমিশনার তাহার এখতিয়ারাধীন অফিসসমূহ প্রতি ছয় মাসে একবার পরিদর্শন করিবেন এবং পরিদর্শনের সময় তিনি সকল সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং মামলা তদন্তের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ইন্সপেক্টরদের কর্মদক্ষতা যাচাই করিবেন।

(১০) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও উপ-কমিশনার পরিদর্শনের সময় আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার এবং অপরাধীদের গ্রেফতারের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিবেন এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে পুলিশ কোর্ট অফিস পরিদর্শন করিবেন ও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বিচারাধীন মামলার রেকর্ডসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবেন।

(১১) উপ-কমিশনার কোর্ট ইন্সপেক্টর ও কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টরদের পৃথক রেকর্ডসমূহ যাচাই-বাছাই করিবেন। আসামীগণ অব্যাহতি পাইয়াছেন এইরূপ মামলা পরিচালনাকারী অফিসারের কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবেন এবং যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট অফিসারের অবহেলার দরুণ উক্তরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছেন তাহা হইলে তিনি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করিবেন।

(১২) উপ-কমিশনার পরিদর্শনের সময় মাঠ পর্যায়ের তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্য-দক্ষতার বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিবেন।

(১৩) ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার বা যুগ্ম-কমিশনার প্রতি ছয় মাসে একবার তাহার এখতিয়ারাধীন অফিসসমূহ পরিদর্শন করিবেন।

(১৪) উপ-বিধি (১৩) এ উল্লিখিত পরিদর্শন কর্মসূচীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ প্রতিষ্ঠানসমূহ, মামলা নিষ্পত্তি, জরিমানা আদায় এবং উহার ব্যবহার, দুর্ঘটনা স্থানের মানচিত্র সংরক্ষণ, দুর্ঘটনাস্থলের নথিসমূহ, ড্রাইভারদের দুর্ঘটনা এবং উহার উপর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যানবাহন সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি।

(১৫) উপ-বিধি (১৪) এ উল্লিখিত পরিদর্শন কর্মসূচীতে ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট এবং হেড কনস্টেবলের কর্মদক্ষতার উপর বিশেষ তদারকি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(১৬) অতিরিক্ত কমিশনার বৎসরে একবার সহকারী কমিশনার প্রটেকশন, সহকারী কমিশনার চ্যান্সেরী, সহকারী কমিশনার সচিবালয় এবং সহকারী কমিশনার সরবরাহ এর অফিস পরিদর্শন করিবেন।

(১৭) উপ-কমিশনার রেশন ষ্টোর পরিদর্শনের সময় তিনি রেশন কার্ডধারীদের বরাবরে রেশন আইটেম যথাযথভাবে সরবরাহ করা হইতেছে কি-না এবং কোন প্রকার প্রতারণামূলক কর্মকান্ড সংঘটিত হইতেছে কি-না সে বিষয় বিশেষভাবে তদারকি করিবেন।

(১৮) সরবরাহকৃত রেশন উন্নতমানের এবং অনুমোদিত নমুনা মোতাবেক হইতে হইবে।

(১৯) উপ-কমিশনার ম্যাগাজিন, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর এবং ক্লোথিং ষ্টোরসমূহ পরিদর্শনের সময় বিশেষভাবে তদারকি করিবেন এবং অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার উক্ত ইউনিটসমূহ বৎসরে দুইবার পরিদর্শন করিবেন।

(২০) দাঙ্গা প্রতিরোধ বিভাগের উপ-কমিশনার বৎসরে একবার তাহার এখতিয়ারাধীন অফিসসমূহ পরিদর্শন করিবেন এবং পরিদর্শনের সময় তিনি তার বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত অস্ত্রের মজুদ, গোলাবারুদ, গ্যাসের উপকরণসমূহ, দাঙ্গা প্রতিরোধের উপকরণসমূহ, ক্লথ ষ্টোর, ডিপামেন্টাল ষ্টোর এবং যানবাহন বিশেষভাবে তদারকি করিবেন।

(২১) উপ-কমিশনার ম্যাগাজিন এবং গ্যাসের উপকরণ মজুদের কক্ষ ও তদারকি করিবেন এবং নিশ্চিত হইবেন যে, অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং গ্যাস উপকরণের সরবরাহ এবং সংরক্ষণ যথাযথ আছে।

(২২) উপ-কমিশনার ব্যারাক, মেস এবং ক্যান্টিনসমূহ তদারকি করিবেন এবং উহার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করিবেন এবং পরিদর্শনকালে অনুষ্ঠিত প্যারেডে অধস্তন কর্মকর্তাদের শৃংখলা এবং দক্ষতা তদারকি করিবেন।

(২৩) অতিরিক্ত উপ-কমিশনার এখতিয়ারাধীন ইউনিটসমূহ বৎসরে দুইবার পরিদর্শন করিবেন এবং তাহাকে অনুষ্ঠানসূচী প্রস্তুতের সময় উপ-কমিশনার ও অতিরিক্ত উপ-কমিশনারগণের পরিদর্শনের মধ্যে যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান থাকার বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

(২৪) অপরাধ বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার সহকারী পুলিশ কমিশনারদের পরিদর্শনের অতিরিক্ত বৎসরে দুইবার থানা পরিদর্শন করিবেন।

(২৫) অপরাধ অঞ্চলের (crime zone) সহকারী পুলিশ কমিশনার তিন মাসে একবার থানা পরিদর্শন করিবেন এবং এইরূপ পরিদর্শনের সময়—

(ক) তিনি ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার এবং অপরাধ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ, জব্দকৃত মালামাল, অস্ত্র, গোলাবারুদ, সরকারী সম্পত্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ইত্যাদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিবেন ;

(খ) তিনি থানায় বদলিকৃত ব্যক্তিদেরকে যথাযথভাবে পদায়ন করা হইয়াছে কি-না সেই বিষয়ে নিশ্চিত হইবেন ;

(গ) তিনি দৈব চয়ন পদ্ধতিতে (random) কতিপয় কেস ডাইরী পরীক্ষা করিবেন এবং প্রত্যেক তদন্ত কর্মকর্তার দক্ষতা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করিবেন ;

(ঘ) বৎসরে একবার তিনি পুলিশ ফাঁড়ী (Police outpost) এবং পুলিশ বক্সসমূহ পরিদর্শন করিবেন ; এবং

(ঙ) গ্রেফতারী পরোয়ানা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয় কি-না, এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিলের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৎপর কি-না তাহা পরীক্ষা করিবেন।

১১। **পরিদর্শনের সময় পরীক্ষণীয় বিষয়সমূহ**।—(১) ইউনিটের চার্টার অব ডিউটি অনুযায়ী ইউনিটের পুলিশ বাহিনী যথাযথভাবে এবং দক্ষতার সাথে কাজ করিতেছে কি-না পরিদর্শনের সময় উহা তদারক করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিভাগের ইউনিট বা সাব-ইউনিটসমূহ পরিদর্শনের সময় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দমন ও সনাক্তকরণ এবং নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন।

(৩) পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন, যথা ঃ—

(ক) তদন্তকার্য কিভাবে পরিচালিত হইয়াছে ;

(খ) গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিলে কর্মকর্তাগণ তৎপর কি-না ;

(গ) বিভিন্ন সময়ে অপরাধের ক্রমবিকাশ ;

(ঘ) নিবর্তনমূলক ব্যবস্থাদির প্রয়োগ ;

(ঙ) গ্রাম পুলিশ ব্যবস্থার উন্নতি ;

(চ) জনসাধারণের সাথে সহযোগিতা ;

(ছ) বাহিনীর শৃংখলা ;

(জ) বাহিনীর আবাসন ; এবং

(ঝ) অপরাধীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।

(৪) রেজিস্টার, রেকর্ড, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ও বিল্ডিং পর্যবেক্ষণকালে ইহা দেখিতে হইবে যে, উহা ভাল অবস্থায় রহিয়াছে, বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালিত হইতেছে, ব্যয়বাহুল্য পরিহার ও অর্থের সদ্ব্যবহার করা হইতেছে, গৃহীত আদেশসমূহ যথাযথভাবে পালিত হইতেছে, রেজিস্ট্রারসমূহ ও কাগজপত্র যথাযথভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইতেছে এবং পুরাতন কাগজের স্তূপ জমিতেছেনা।

(৫) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় নির্দেশই প্রদান করিবেন না বরং উহা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হইতেছে কি-না উহা নিশ্চিত করিবেন এবং পূর্ববর্তী পরিদর্শনকালে কোন মন্তব্য করা হইলে সে মোতাবেক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কি-না তাহা নিশ্চিত করিবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) অধীনস্থ কর্মকর্তাগণ নিয়মিত ও যথাযথভাবে পরিদর্শন কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন কি-না পরিদর্শনকালে সেই বিষয়ে তাহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৭) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ প্রতিটি পুলিশ ইউনিটের জন্য একটি করিয়া নথি সংরক্ষণ করিবেন এবং ইউনিট পরিদর্শনের সময় উহা ব্যবহার করিবেন।

(৮) সহকারী কমিশনার কিভাবে স্বীয় তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ জারী রাখিয়াছেন এবং তাহার পরিদর্শনের প্রকৃতি কেমন এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয় উপ-কমিশনার স্বীয় পরিদর্শনকালে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করিবেন।

(৯) ক্রাইম জোনের (Crime zone) সহকারী পুলিশ কমিশনারগণের স্থানীয় জনসাধারণ, ভাষা এবং কর্মকর্তাদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য রাখিবেন।

(১০) পরিদর্শনকালে সহকারী পুলিশ কমিশনার তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের সমালোচনা বা নিরুৎসাহ না করিয়া যথাযথভাবে কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করিবেন।

(১১) সহকারী পুলিশ কমিশনার থানা পরিদর্শনকালে—

(ক) প্রথমে, প্রাপ্য রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করিয়া স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইবেন;

(খ) পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উদঘাটিত সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সহায়তা করিবেন এবং অপরাধদমন এবং অপরাধীদের প্রতিহত করিবার লক্ষ্যে থানার কর্মকর্তা ও গোয়েন্দা বিভাগের অপরাধের নথি সংরক্ষণ শাখার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবেন।

(১২) সহকারী কমিশনার এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ থানা ও ফাঁড়ির থানা হাজত ও হাজতীদের সাথেকৃত সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে কর্মচারীদের জ্ঞানের পরিধি পরীক্ষা করিবেন।

(১৩) কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনের সময় থানা হাজত পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং হাজতীদের প্রকৃত আচরণ পরীক্ষা করিবেন এবং হাজতে আটক বন্দীরা তাহাদের সহিত কৃত ব্যবহার সম্পর্কে কোন অভিযোগ করিতে চাহিলে, সম্ভব হইলে, উক্ত অভিযোগ পেশের সুযোগ প্রদান করিবেন।

(১৪) পরিদর্শনের সময় উপ-বিধি (১১) ও (১২) এর বিধি-বিধানগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কি-না এবং হাজতে বন্দীদের প্রতি যথাযথ আচরণ করা হইতেছে কি-না সে বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

(১৫) থানাসমূহ আকস্মিক পরিদর্শনের সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাহাদের তদন্তের ফলাফল লিপিবদ্ধ করিবেন এবং হাজতে আটক কয়েদীদের প্রতি যথাযথ আচরণ করা হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে অবগত হইবেন।

১২। **পরিদর্শন মন্তব্য**।—(১) ব্যাপক প্রশংসাসূচক বিবরণ বা নিন্দাসূচক বিবরণ পরিহার-পূর্বক ত্রুটিসমূহের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হইবে।

(২) পরিদর্শন মন্তব্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জ্ঞাতার্থে একটি রেকর্ড এবং অধস্তনদের ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আদেশ প্রদানের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচিত হইবে।

(৩) ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্রমানুসারে একের পর এক সাজাইতে হইবে এবং উহার প্রতিটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রদান করিতে হইবে।

(৪) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কেবলমাত্র তদ্‌কর্তৃক পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি লিখিতভাবে রেকর্ড করিয়াই তাহার দায়িত্ব শেষ করিবেন না, তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট সর্তকতার সহিত ঐ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি উপস্থাপন করিবেন এবং উহা সংশোধনপূর্বক তাহাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের উপায় বিশ্লেষণ করিবেন।

১৩। **পরিসংখ্যানের ব্যবহার ও অপব্যবহার**।—(১) কোন নির্দিষ্ট ধরনের অপরাধী বা কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কি ধরণের বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন এবং কোন নির্দিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজের জন্য কি বিশেষ সমীক্ষা প্রয়োজন তদ্‌লক্ষ্যে পরিসংখ্যানের কৌশলগত ব্যবহার করা যাইবে, তবে কেবল পরিসখ্যানের উপর ভিত্তি করিয়া নিন্দা বা প্রশংসার পুরষ্কার নির্ধারণ ঝুকিপূর্ণ এবং অনুচিত হইবে।

(২) পরিসংখ্যানের প্রতি কোন অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা যাইবে না এবং উহাকে কার্যের প্রশংসার প্রধান মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না, কেননা উহাতে অধঃস্তন কর্মকর্তাগণের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে, দোষ প্রমাণের উচ্চহার এবং অপরাধের নিম্নহার বজায় রাখিবার মাধ্যমে খ্যাতি বা প্রশংসা পাওয়া যাইবে।

(৩) কোন কর্মকর্তার গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতপক্ষে যে কাজ করিয়াছেন এবং অনুকূল বা প্রতিকূল যে পরিস্থিতিতে উহা করিয়াছিলেন তাহা সতর্কতার সহিত সমীক্ষা করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে তাহার স্বাভাবিক খ্যাতি বিবেচনায় লইতে হইবে।

১৪। **বিশেষ প্রতিবেদন মামলা (SR: Specially Reported Case)**।—(১) নিম্নবর্ণিত অপরাধের মামলাসমূহ বিশেষ প্রতিবেদন মামলারূপে বিবেচিত হইবে, যথাঃ—

(i) ডাকতি;
(ii) মহাসড়কে ও বাসগৃহে দস্যুতা;
(iii) লাভের জন্য খুন;
(iv) জাল মুদ্রা, জাল নোট, জাল স্ট্যাম্প, জাল প্রমিসরি নোট ইত্যাদি তৈরী ও দখলে রাখা;
(v) মাদক ও বিষ প্রয়োগ;
(vi) প্রতারণা;
(vii) ব্যাংক-বীমা, ভূয়া কোম্পানী ও বাণিজ্যিক লেনদেন ও আদম ব্যবসা সংক্রান্ত প্রতারণা;
(viii) মানি-লন্ডারিং;
(ix) চোরাচালান;
(x) মাদক চোরাচালান;
(xi) দলিল জালিয়াতি;
(xii) মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণ;
(xiii) সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি;
(xiv) নারী ও শিশু পাচার;
(xv) অস্ত্র ও গোলাবারুদের অবৈধ ব্যবসা;
(xvi) বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ;
(xvii) সাইবার অপরাধ;
(xviii) অটোমোবাইল চুরি।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মামলাসমূহের মধ্যে গোয়েন্দা শাখা যে সকল মামলা আমলে নেয় বা নিয়ন্ত্রণ করে সেই সকল মামলা ব্যতীত, বিশেষ ডাইরী (সম্পূরক ডাইরীসহ) তিন প্রস্থ করিয়া লিখিতে হইবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা উহার একটি কপি নাশকতামূলক বা রাজনৈতিক মামলার ক্ষেত্রে, স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট, সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ এর নিকট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় যুগ্ম-কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) প্রত্যেক উপ-কমিশনার ও গোয়েন্দা শাখার যুগ্ম-কমিশনার কর্তৃক বিশেষ প্রতিবেদন মামলার একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) গোয়েন্দা শাখার রেজিস্টারে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সকল এস, আর কেস লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহা প্রতি সপ্তাহে উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(৫) সকল বিশেষ প্রতিবেদন রেজিস্টারের এন্ট্রিসমূহে একটি বাৎসরিক ক্রমিক নম্বর প্রদান করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বিভাগীয় রেজিস্টারে পৃথক ক্রমিক নম্বর প্রদান করিতে হইবে।

(৬) বিভাগীয় উপ-কমিশনারগণ, তাহাদের সকল বিশেষ প্রতিবেদন মামলার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট, কোন মামলার প্রতিবেদন দাখিলের ২৪ ঘন্টার মধ্যে, মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রেরণের সময় পর্যন্ত, তদন্তের ফলাফলসহ, একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং পরবর্তীতে, তদন্তের অগ্রগতি বর্ণনা করিয়া আদালতে মামলা প্রেরণ বা অন্যভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, পাক্ষিকভাবে প্রতিবেদন শুনানীর জন্য প্রেরিত হইলে, পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ বন্ধ করিতে হইবে, তবে শুনানীর সময় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটিলে এবং মামলার প্রতিটি পর্বের সমাপ্তিতে যথা ঃ কারাগারে প্রেরণ বা দোষী সাব্যস্ত হওয়া পর্যন্ত প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের উপ-কমিশনার প্রত্যেক বিশেষ প্রতিবেদন মামলায় একটি স্বতন্ত্র নথি সংরক্ষণ করিবেন এবং কমিশনারের নিকট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনসমূহ পেশ করিবেন।

(৭) গোয়েন্দ শাখা কর্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রতিবেদন মামলার ক্ষেত্রে, গোয়েন্দা শাখার উপ-কমিশনার প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং উহার কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৮) যে সকল বিশেষ প্রতিবেদন মামলা গোয়েন্দা শাখা সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে আমলে নেয়, সেই সকল ক্ষেত্রে, গোয়েন্দা শাখার উপ-কমিশনার সকল প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন।

(৯) গোয়েন্দা শাখার উপ-কমিশনার নাশকতামূলক বা রাজনৈতিক মামলার বিশেষ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং উপ-বিধি (৪) এ যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপে, স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপারিনটেডেন্ট এর নিকট কপিসহ কমিশনারের নিকট সরাসরি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(১০) সকল বিশেষ প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) অপরাধ সংঘটনের তারিখ, তদন্তের অগ্রগতি ও মান, মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং রিপোর্ট প্রেরণের সময় পর্যন্ত তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে সকল বিবরণ ;

(খ) উল্লিখিত সাব-ইন্সপেক্টর বা তদূর্ধ্ব পদের কোন কর্মকর্তার নাম ও পদমর্যাদা; এবং

(গ) গ্রেফতারকৃত বা সন্দেহকৃত কোন ব্যক্তির নাম, পিতার নাম ও বাসস্থান।

(১১) সম্পত্তির জন্য অপরাধ ও খুন সম্পর্কিত মামলার বিশেষ প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে স্বীকারোক্তি- এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্বীকারোক্তি অর্থে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট বা কর্তৃত্বসম্পন্ন অন্যকোন ব্যক্তির নিকট প্রদেয় স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা প্রামাণ্য বর্ণনার অভাব, পূর্বে দাখিলকৃত স্বীকারোক্তির পুনারাবৃত্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে না, বিচ্যুতিসমূহ অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রেকর্ডকৃত স্বীকারোক্তি ও একই ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রদেয় স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতির মধ্যে অসঙ্গতি, বর্জন বা স্বার্থের সংযোগ বিশেষ প্রতিবেদনে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে;

(খ) সন্দেহজনক ব্যক্তি কোন গ্যাং (Gang) এর সদস্য কিনা সে সম্পর্কিত তথ্য; এবং

(গ) কার্যসাধন প্রণালীর সম্পূর্ণ বিবরণ।

(১২) এস, আর কেস হিসাবে মুদ্রা জাল করিবার মামলা গৃহীত হইলে, কোন যন্ত্রপাতি বা জাল করিবার বস্তু, যাহা কোন ঘরের মধ্যে বা নিকটে পাওয়া যাইবে, তাহার অবিকল বিবরণ বিশেষ প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(১৩) মুদ্রা জালের মামলা এস.আর. কেস হিসাবে ঘোষিত হইলে বিশেষ প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে একটি নোট প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) জাল চিহ্নের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি;

(খ) জাল টাকার আকৃতিতে যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, চিহ্ন, ছাপানো ডিজাইনের আকৃতি, জাল চিহ্ন, কাগজ, টাকায় ব্যবহৃত রং ও রেজিস্টারে পার্থক্য, অর্থাৎ একটি প্লেটের উপর অপর প্লেটের ছাপানো প্রকৃত অবস্থান, নাম্বার প্রদান, ছাপার মান ইত্যাদি;

(গ) জাল মুদ্রায় স্ট্যাম্পলিং চিহ্নের উপস্থিতি;

(ঘ) জাল মুদ্রার নম্বর ও সিরিয়াল এর বর্ণনা।

(১৪) সকল বিশেষ প্রতিবেদন পুলিশের অধিকারাধীন হিসাবে গণ্য হইবে এবং কেবল সহকারী কমিশনার ও তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সহকারী কমিশনার কর্তৃক উহা দেখিবার জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পাঠ করিবার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং যে কর্মকর্তার জিম্মায় বিশেষ প্রতিবেদন রাখা হইবে তিনি উহার নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন।

১৫। **পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ।**—(১) আদালতে কোন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আমলযোগ্য বা আমলঅযোগ্য যাহাই হউক না কেন, কোন অভিযোগ আনয়ন করা হইলে, অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (প্রসিকিউশন) সংশ্লিষ্ট বিভাগের রিজার্ভ অফিসারের নিকট এ সম্পর্কে রিপোর্ট করিবেন যিনি উহা অসদাচরণ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(২) কোন থানায় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইলে উক্ত থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাধারণ ডায়রীতে ইহা অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ অফিসারের নিকট প্রাসঙ্গিক

সাধারণ ডাইরীর একটি কপি প্রেরণ করিবেন, এবং রিজার্ভ অফিসার অভিযোগটি অসদাচরণ রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত করিবেন ও কাগজগুলির একটি ফটোকপি রাখিয়া উহাতে অসদাচরণ রেজিস্টারের পৃষ্ঠা নাম্বার লিখিবার পর পুলিশ স্টেশনে ফেরত পাঠাইবেন।

(৩) কমিশনার বা অন্যকোন উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইলে উহা সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ অফিসারের নিকট অসদাচরণ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য প্রেরণ করা হইবে।

(৪) ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্ট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত অন্যূন সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা কর্তৃক করিতে হইবে এবং সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল ও নায়েক এর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত অন্যূন ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা কর্তৃক এবং কনস্টেবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ একজন সাব-ইন্সপেক্টর কর্তৃক করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেকটি তদন্ত বিশেষ তৎপরতার সহিত করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট উপ-কমিশনার এতদ্‌বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিবেন।

(৬) যখনই একজন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিয়মানুগ মামলা শুরু হইবে, তখনই, অভিযুক্ত কর্মকর্তা একজন ইন্সপেক্টর হইলে, কমিশনারের দপ্তরে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করিতে হইবে এবং কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর পদের নিম্নে হইলে, সংশ্লিষ্ট উপ-পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে বিভাগীয় মামলা রুজু করিতে হইবে।

(৭) সকল উপ-পুলিশ কমিশনারের রিজার্ভ অফিসে নিম্নে প্রদত্ত ফরমে গুরুতর অসদাচরণ ও লঘু অসদাচরণের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং গুরুতর অসদাচরণের জন্য একই ফরমে সেন্ট্রাল রিজার্ভ অফিসের সহকারী কমিশনার কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে, যিনি প্রত্যেক মামালায় মধ্যবর্তী পর্যায়ের গুরুত্ব প্রদর্শনপূর্বক মাসে একবার কমিশনারের নিকট রেজিস্টারে পেশ করিবেন।

(৮) পুলিশের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত শ্রেণীর মামলাসমূহ গুরুতর অসদাচরণ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট উপ-কমিশনার বিশেষভাবে এইরূপ মামলাসমূহ কমিশনারের নিকট রিপোর্ট করিবে এবং দ্রুত ও যথাযথভাবে এইগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) বাহিনীর কোন সদস্যের বিরুদ্ধে খারাপ আচরণ বা অত্যাচারের অভিযোগ আনা হয় এইরূপ যে সকল মামলায় জনমত সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে;

(খ) জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য ফৌজদারী মামলা;

(গ) যে সকল মামলায় পুলিশের আচরণ সম্পর্কে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে এইরূপ মন্তব্য করা হয় যাহা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, বা প্রস্তাব করা হয় যে, সাব-ইন্সপেক্টর বা তদুর্ধ্ব পদের কর্মকর্তা দেখিয়াও না দেখিবার ভান করিয়াছেন বা ভীতি প্রদর্শনপূর্বক অর্থ আদায় করিয়াছেন বা ঘুষ গ্রহণ বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন।

(৯) উপ-বিধি (৮) এ উল্লিখিত কোন শ্রেণীর মামলার মধ্যে পড়ে না তবে পরবর্তীতে উহা জনমত বা পত্রিকার মন্তব্যের বিষয় হয়, সেই সকল মামলা গুরুতর অসদাচরণ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১০) অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে উক্ত অভিযোগের বিচার হইয়াছে কিনা, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোন বিচারকার্য শুরু না হইলে উহার কারণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং বিচার কার্য শুরু হইয়া থাকিলে উহার ফলাফল উল্লেখ করিতে হইবে।

(১১) প্রথম প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন সাপেক্ষে (Mutatis Mutandis) লিখিতে হইবে, কোনরূপ বিলম্ব ব্যতিরেকে দাখিল করিতে হইবে এবং উহাতে অভিযুক্ত অসদাচরণের ঘটনা বা যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে সেই সম্পর্কে একটি নোটসহ অভিযোগের কপি থাকিবে এবং পরবর্তী প্রতিবেদনে এই বিধিমালার বিধানাবলীর অধীন পরিচালিত তদন্তের পর নিরূপিত বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ বিবৃতি প্রদান করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে, তদন্তের পর দাখিলকৃত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সরকারের খরচে না তাহাকে ফেরতযোগ্য নিজস্ব খরচে মামলা পরিচালনা করিবেন সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপ-পুলিশ কমিশনারের মতামত অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১২) উপ-কমিশনার সহকারী পুলিশ কমিশনার কর্তৃক তদন্তের পর দাখিলকৃত প্রতিবেদন যাচাই বাছাই করিবেন, তবে গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করিবেন।

(১৩) প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, কমিশনার উপযুক্ত মনে করিলে, উহা মহা পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১৪) উপ-কমিশনার আদালতে কোন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনা প্রতিটি ফৌজদারী মামলার রেকর্ড পাঠ করিবেন এবং যে সকল মামলায় কোন পুলিশ কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হন বা কর্মচ্যুত হন বা অব্যাহতি পান সেগুলি সম্পর্কে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, মামলা মিথ্যা হইবার ক্ষেত্র ব্যতীত, এবং তাহার আদেশ নতিভুক্ত করিবেন।

(১৫) উপ-কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স) কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে মাসে একবার কমিশনারের নিকট বিস্তারিত হাল নাগাদসহ গুরুতর অসদাচরণের রেজিষ্টার পেশ করিতে হইবে।

(১৬) এই বিধির আওতায় পড়ে না এইরূপ সকল মামলা লঘু অসদাচরণ রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যাহা উপ-পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে রক্ষিত থাকিবে এবং উক্ত রেজিস্টারসমূহ কমিশনারের নিকট মাসে একবার উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৬। **উপ-কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে যে সকল বিষয় দেখিবেন।**—উপ-কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ দেখাশুনা করিবেন, যথা ঃ—

(ক) ইন্সপেক্টরদের বিরুদ্ধে সকল বিভাগীয় ব্যবস্থা;

(খ) সকল সাব-ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট, সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও হেড কনস্টেবল এর পদায়ন ও বদলী ;

(গ) সপ্তাহে অন্যূন একবার অর্ডারলি রুমের ব্যবস্থা;

(ঘ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রের আদান প্রদান;

(ঙ) সকল ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট, সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল এবং তাহার কমান্ডের অধীনস্ত সিভিলিয়ান স্টাফ এর বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন লেখা।

(চ) সাব-ইন্সপেক্টর বা তদ্‌নিম্ন পুলিশ কর্মকর্তাগণের গুরুতর শাস্তির আদেশ প্রদান।

১৭। **মারাত্মক আইন শৃংখলা পরিস্থিতির পর মামলার তদন্ত ও শুনানী**।—(১) কোন থানায় কোন বিশেষ মারাত্মক আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে এবং উক্তরূপ রেকর্ডকৃত মামলার সংখ্যা অধিক হইলে, সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিভাগের উপ-কমিশনার , প্রয়োজনে, তাহার বিভাগের অন্য ইউনিট হইতে স্থানীয় তদন্ত ইউনিটের জনবল বৃদ্ধি করিবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে উক্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি হইতে উদ্ভুত মামলাসমূহের তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ মামলাগুলি তদন্তে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে পারেন।

(২) অযথা বিলম্ব ব্যতীত যাহাতে তদন্তকার্য সমাধা হয় এবং যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাইবে না তাহারা যেন অপ্রয়োজনীয়ভাবে আটক না থাকে উপ-কমিশনার তাহা নিশ্চিত করিবেন।

(৩) ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের উপ-কমিশনার, প্রয়োজন হইলে, প্রসিকিউটিং ইউনিটের জনবল বৃদ্ধি করিবেন এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রসিকিউটর যথেষ্ট না থাকিলে, কমিশনারকে আইনজীবী নিয়োগের প্রস্তাব দিবেন।

(৪) প্রসিকিউটিং কর্মকর্তাগণ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যাহাতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে শুনানী অব্যাহত রাখেন এবং সকল প্রয়োজনীয় সাক্ষী যাহাতে নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত হইতে পারে, তদ্‌লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে শুনানীর তারিখ অবহিত করিবেন, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের উপ-কমিশনার তাহা তদারক করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মামলাসমূহের বিচার করিতে কোন অতিরিক্ত বা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজন কিনা কমিশনার তাহা বিবেচনা করিবেন এবং, প্রয়োজন হইলে, মহা-পরিদর্শকের মাধ্যমে, সরকারকে উক্তরূপ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানাইবেন।

(৬) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫২৬ এর অধীন আবেদন করা হইলে এবং উহা বিরোধিতা করা উচিত হিসাবে বিবেচনা করা হইলে, কমিশনার বিষয়টি অনতিবিলম্বে সলিসিটর এর নিকট প্রেরণ করিবেন এবং কাউন্সেলকে (Counsel) উহা বিরোধীতার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

১৮। **অপরাধ তদন্তের তদারকি**।—(১) ফৌজদারী মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্ত তদারককারী কোন কর্মকর্তাকে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইতে হইবে যে—

(ক) যতদূর সম্ভব বিরতিহীনভাবে তদন্ত কার্য পরিচালিত হইতেছে এবং কেস ডায়েরীতে তদন্ত বিরতির কারণ এবং পরবর্তীতে তদন্তের পয়েন্টসমূহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ কর হইতেছে;

(খ) তদন্ত কাজ সাবলিল হইতেছে অর্থাৎ, কোন সূত্র (clue) উপেক্ষা করা হইতেছে না বা তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ লাইন অবহেলা করা হইতেছে না;

(গ) তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রধানত স্বীকারোক্তির জন্য কাজ করেন কি-না অথবা নির্ধারিত কোন বিষয়ের উপর খুব বেশী নির্ভর করেন কি-না এবং তাহারা কোন চাপ প্রয়োগ করেন কি-না ও স্বীকারোক্তি লাভের জন্য কোন কিছুর প্রস্তাব করেন কি-না;

(ঘ) অধীনস্থ পুলিশ সততার সহিত কার্য করিতেছেন;

(ঙ) জনসাধারণের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হইতেছে;

(চ) নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইতেছে।

(২) তদারককারী কর্মকর্তাগণের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি,—

(ক) তদন্তের বিভিন্ন পর্যায়ের ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং, প্রয়োজন হইলে, সাক্ষীদেরকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করা;

(খ) বিশেষ কেস ডায়রীর এবং তদন্তের সহিত যুক্ত অন্যান্য কাগজপত্র সযত্ন বাছাই করা; এবং

(গ) থানার অপরাধ রেজিস্টার ও অন্যান্য নথিপত্র পরীক্ষা করা।

(৩) তদন্তকার্য সফলতার সহিত সম্পন্ন হইতেছে কি-না তদারককারী কর্মকর্তা তাহা নিশ্চিত করিবেন এবং তদন্ত কর্মকর্তার কোনরূপ ভুল বা বিচ্যুতি লক্ষ্য করিলে তিনি বিষয়টি তাহার গোচরীভূত করিবেন এবং শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন না হইলে লিখিত প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন না।

১৯। **রিভিশন বা আপীলের আবেদন**।—(১) বিভাগীয় উপ-কমিশনার বা গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রদেয় কোন শাস্তি অপর্যাপ্ত বা কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির অব্যাহতি বা খালাস (discharge or acquittal) সঠিক মর্মে বিবেচিত না হইলে, গোয়েন্দা শাখার উপ-কমিশনার অবিলম্বে জাজমেন্টের প্রত্যায়িত কপি, সাক্ষীর উপস্থাপিত সাক্ষ্যের কপিসমূহ তলব করিবেন এবং কেস ডাইরীর আলোকে উহা নিরীক্ষা করিবেন।

(২) গোয়েন্দা শাখার উপ-কমিশনার বিভাগীয় উপ-কমিশনার এর সহিত আলোচনাক্রমে যদি অনুধাবন করেন যে, ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি পাবলিক প্রসিকিউটরের নিকট আপীল দায়ের সম্পর্কিত তাহার বিজ্ঞ মতামতসহ সকল নথিপত্র প্রেরণ করিবেন।

(৩) আপীল করার সিদ্ধান্ত হইলে সলিসিটরের নিকট উপস্থাপনের জন্য গোয়েন্দা শাখার উপ-কমিশনার কর্তৃক কমিশনের নিকট অবিলম্বে সকল কাগজপত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) আপীল দায়ের সংক্রান্ত প্রাথমিক কার্যক্রম অত্যন্ত যত্নসহকারে এবং দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট আপীলটি তামাদীর কারণে বারিত না হয় এবং সলিসিটর বিষয়টিতে মনোনিবেশ করিতে যথেষ্ট সময় পান।

(৫) যখন কোন আদালতে কোন পুলিশ কর্মকর্তার কার্যের কঠোর সমালোচনা করা হয়, তখন গোয়েন্দা শাখার উপ-কমিশনার সংশ্লিষ্ট উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট, যাহার অধীন উক্ত ব্যক্তি চাকুরীতে, উক্ত সমালোচনার একটি কপি প্রেরণ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট কোন কপি প্রেরিত হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পাঠ করিবেন, পুলিশ কর্মকর্তার ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিবেন এবং অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (প্রসিকিউশন) এর মন্তব্য গ্রহণ করিবেন এবং মামলার গুরুত্ব অনুযায়ী উক্ত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২০। **বিশেষ ডাইরীর হেফাজত**।—(১) কেবল নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ বিশেষ কেস ডাইরী দেখিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) তদন্তকারী কর্মকর্তা;

(খ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কোন পুলিশ কর্মকর্তা;

(ঘ) পাবলিক প্রসিকিউটর, কোর্ট ইন্সপেক্টর বা কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট অপরাদ বিভাগের উপ-কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি এবং গোয়েন্দা শাখার উপ-কমিশনার।

(২) প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তা তাহার অধিকারে থাকা কোন বিশেষ কেস ডাইরীর নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) প্রত্যেক বিশেষ কেস ডায়েরী গোপনীয় হিসাবে গণ্য হইবে যতক্ষণ না আপীলসহ মামলাটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় এবং আপীলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়।

(৪) কোন বিশেষ কেস ডায়েরী তালাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং যখন উহা একজন কর্মকর্তার নিকট হইতে অন্য একজন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইবে তখন সিলকৃত কভারের মধ্যে প্রাপকের নামে ও এসসিডি "SCD" লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতে হইবে এবং আদালতে প্রেরিত কোন বিশেষ কেস ডায়েরী সীলকৃত কভারের মধ্যে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউটর) এর নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (প্রসিকিউশন) মামলা পরিচালনাকারী কোর্ট ইন্সপেক্টর, কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর এর নিকট বিশেষ কেস ডায়েরী প্রেরণ করিবেন যিনি উহা খুলিবেন এবং কেস রেকর্ড রাখিবেন।

(৬) প্রত্যেক তদন্তকারী কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রসিকিউটিং কর্মকর্তাকে একটি ডিড বক্স (deed box) সরবরাহ করা হইবে যাহার মধ্যে তাহারা কেস ডায়েরী ও বিশেষ কেস ডায়েরীসহ সকল মূল্যবান দলিলাদি তালাবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

২১। **মেট্রোপলিটন পুলিশ গেজেট**।—(১) প্রত্যেক পক্ষকালে গেজেট প্রকাশ করা হইবে এবং উহা সকল উধ্বর্তন কর্মকর্তা, বিভাগ, থানা, চৌকি (out post) ও পুলিশ কোর্ট অফিসে বিতরণ করা হইবে।

(২) পুলিশ কর্মকর্তাগণ গেজেটে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকিবেন এবং উহা অধস্তনদের অবহিত করিবেন।

(৩) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনের সময় গেজেটে উল্লিখিত বিষয়ে অধস্তনদের জ্ঞান পরীক্ষা করিবেন।

(৪) গেজেটের বিষয়বস্তু দুইটি অংশে বিভক্ত হইবে, যথা— সেকশন ক (বিবিধ নির্দেশনা) এবং সেকশন খ (ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স বিষয়)।

২২। **কর্মকর্তাগণ সম্পর্কে গোপনীয় প্রতিবেদন**।—(১) উপ-কমিশনার প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের মধ্যে অতিরিক্ত উপ-কমিশনার, সহকারী পুলিশ কমিশনার, ইন্সপেক্টর এবং হেড কনস্টেবলদের পূর্ববর্তী বৎসরের জন্য বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখিবেন।

(২) উপ-কমিশনার BD Form No. 290(D) এ অতিরিক্ত উপ-কমিশনার ও সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং BD Form No. 290(A) এ ইন্সপেক্টরদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিলিপিসহ অপরিবর্তনীয়ভাবে কমিশনারের নিকট তাহার মন্তব্যের জন্য পেশ করিবেন।

(৩) কমিশনার তাহার মন্তব্য প্রদানের পর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের একটি কপি তাহার দপ্তরে রাখিয়া মহাপরিদর্শকের দপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপ-কমিশনার BD Form No. 290(B) এ তাহার বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট, সহকারী সাব ইন্সপেক্টর ও হেড কনস্টেবলের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখিবেন এবং পৃথক ফাইলে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে উহা সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) উপ-কমিশনার বেসামরিক কর্মচারীদের (Civilian Staff) গোপনীয় চারিত্রিক রোল (Confidential Character Roll) প্রস্তুত করিবেন এবং উহা তাহার দপ্তরে ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(৬) ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের জন্য কমিশনারের বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখিবেন এবং উহা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৭) গোপনীয় প্রতিবেদনের সকল মন্তব্য সুবিবেচনাপ্রসূত ও সংযত ভাষায় হইবে এবং প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, ঐ সময়ে তাহার নৈপুণ্যের ভিত্তিতে নৈর্ব্যক্তিক ও যথাযথভাবে নম্বর প্রদান করিতে হইবে।

(৮) গুজবের উপর ভিত্তি করিয়া সাধারণ দোষারোপ ও নিন্দা জ্ঞাপন পরিহার করিতে হইবে।

(৯) কোন বিরূপ মন্তব্য লিখার পূর্বে বিষয়টির পরিস্থিতি ও ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে।

(১০) কোন বিরূপ মন্তব্য যে কর্মকর্তার নিকট রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে তাহাকে অবহিত করিতে হইবে, তিনি মনে করেন যে, উক্ত প্রতিবেদন বা উহার অংশবিশেষ ন্যায়সঙ্গত নয়, রিপোর্ট প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার উহা বাদ দেওয়ার জন্য একটি ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন।

(১১) প্রতিবেদনে অনুস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা পূর্বে প্রদত্ত মন্তব্যে অটল থাকিলে, যে কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিবেদন প্রদান করা হইয়াছে তিনি প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট বিরূপ মন্তব্য বাদ দেওয়ার জন্য একটি বক্তব্য (representation) প্রেরণ করিবেন।

(১২) প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদন অনুস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার মন্তব্যের সহিত একমত হইতে পারিবেন অথবা ভিন্নমত পোষণ করিতে পারিবেন।

(১৩) ভিন্নমত পোষণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য প্রদান করিতে হইবে এবং ভিন্নমতের কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(১৪) প্রতিবেদনাধীন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা থাকিলে, উহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(১৫) বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এক পঞ্জিকা বৎসরের জন্য অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদের জন্য লিখিতে হইবে তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে একজন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা তাহার অধস্তন কোন কর্মকর্তার, যিনি তাহার অধীন কমপক্ষে তিন মাস চাকুরী করিয়াছেন, প্রতিবেদন লিখিতে পারিবেন।

(১৬) প্রতিবেদন অনুস্বাক্ষরকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাকে নিরপেক্ষভাবে ও খুবই বিচক্ষণতার সহিত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে মন্তব্য প্রদান করিতে হইবে এবং নিশ্চিত করিতে হইবে যেন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের কোন মন্তব্যের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রতি কোনরূপ অবিচার করা না হয়।

২৩। **গোপনীয় প্রতিবেদন হারাইয়া গেলে কমিশনারের নিকট রিপোর্ট** ।—(১) কোন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন হারাইয়া গেলে অনতিবিলম্বে কমিশনারের নিকট উক্ত বিষয়ে রিপোর্ট করিতে হইবে এবং উপ-কমিশনার এইরূপ হারানো সম্পর্কে তল্লাশি তদন্ত করিবেন এবং উহার ফলাফল সম্পর্কে কমিশনারকে রিপোর্ট করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় অনুমোদিত তালিকায় বা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অনুমোদিত তালিকায় নাম রহিয়াছে এইরূপ কোন সাব-ইন্সপেক্টরের ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতির জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখিবার ক্ষেত্রে উপ-পুলিশ কমিশনারের অধীন যে মেয়াদের জন্য তিনি চাকুরী করিয়াছেন সেই মেয়াদের জন্য উহা পুনরায় লিখিবেন।

(৩) বিষয়টি উপ-কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স) এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যাহাতে উক্ত কর্মকর্তা অন্যান্য যে সকল কর্মকর্তাদের অধীন যে মেয়াদের জন্য চাকুরী করিয়াছেন সেই মেয়াদের জন্য উহা পুনর্গঠিত করা যায়।

(৪) যে সকল কর্মকর্তাদের নাম কেন্দ্রীয় অনুমোদন তালিকা বা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অনুমোদন তালিকার জন্য বিবেচনা করিতে আলোচনা সভায় প্রেরণ করা হইবে তাহাদের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) বিষয়টি উপ-বিধি (২)-(৪) এর অধীন না হইলে, উপ-কমিশনার হারানো বা তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে একটি স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনসহ নূতন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী
উপ-সচিব (পুলিশ)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।